

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট  
হাইকোর্ট বিভাগ  
(বিশেষ মূল অধিক্ষেত্র)

রীট পিটিশন নং ৭৮২৪/২০১৬

মাধবদী বাজার কমিটি ও মার্চেন্ট এ্যাসোসিয়েশন ও অন্য  
.....দরখাস্তকারীগণ।

-বনাম-

বাংলাদেশ সরকার ও অন্যান্য

..... প্রতিপক্ষগণ।

এডভোকেট জে, কে, পাল

----- দরখাস্তকারীগণের পক্ষে

এ্যাডভোকেট মোঃ রুহুল কুদ্দুস

প্রতিপক্ষ নং ৯-১৪ এবং ১৬-৩৩ নং পক্ষে

এ্যাডভোকেট সাইফুদ্দিন খালেদ, ডেপুটি এটর্নী জেনারেল সংগে

এ্যাডভোকেট তুষার কান্তি রায়, ডেপুটি এটর্নী জেনারেল

এ্যাডভোকেট মোঃ সিরাজুল আলম ভূইয়া, সহকারী এটর্নী জেনারেল

এ্যাডভোকেট মোঃ শামছুল আলম সরকার, সহকারী এটর্নী জেনারেল

এ্যাডভোকেট মোহাম্মদ শাহ নেওয়াজ, সহকারী এটর্নী জেনারেল।

----- রাষ্ট্রপক্ষে

উপস্থিতঃ

বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরী

এবং

বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল

শুনানীর তারিখ : ২৭.০২.২০১৯ , ০৩.০৪.২০১৯,

০৪.০৪.২০১৯, ১৮.০৪.২০১৯, ০৯.০৫.২০১৯ , ১৫.০৫.২০১৯

এবং ৩১.০৭.২০১৯ এবং রায় প্রদানের তারিখঃ ২২.৮.২০১৯।

বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামালঃ

দরখাস্তকারী পক্ষ কর্তৃক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১০২(২) (ক) (অ) (আ) এর

বিধান মোতাবেক দরখাস্ত দাখিলের প্রেক্ষিতে অত্র বিভাগ কর্তৃক বিগত ইংরেজী ১৬.০৬.২০১৬ তারিখে নিম্ন

বর্ণিতভাবে রুলটি ইস্যু করা হয়েছিলঃ

*“Let a Rule Nisi be issued calling upon the respondents to show cause as to why the judgment and decree dated 31.01.2013 passed by the respondent No. 3 in Arpita Sampatti Prattarpan Case No. 59 of 2012 treating Madhabdi Bazar as vested Property (Annexure-‘E’ to the Writ Petition) should not be declared to be without lawful authority and of no legal effect and/or such other or further order or orders passed as to this Court may seem fit and proper.*

*Pending disposal of the Rule, both the parties are directed to maintain status quo in respect of Madhabdi Bazar under*

*Police Station Narsingdi Sadar, at present: Madhabdi, District-Noarsingdi.*

*The Rule is returnable within 4(four) weeks from date.*

*The petitioners are directed to put in requisites for service of notices upon the respondents by registered post as well as through usual process within 3(three) working days, failing which, the Rule shall stand discharged.”*

অত্র রুলটি নিষ্পত্তিতে ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, অত্র রীট পিটিশনের ৯-৩৫ নং প্রতিপক্ষগণ বাদী-দরখাস্তকারী হিসেবে বিগত ইংরেজী ১২.০৮.২০১২ তারিখে অর্পিত সম্পত্তি ট্রাইব্যুনাল, নরসিংদী আদালতে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ মোকদ্দমা নং ৫৯/২০১২ দাখিল করে প্রার্থনা করেন যে,

(ক) বাদী-দরখাস্তকারীগণ নালিশা ভূমির ষোল আনা মালিক দখলকার মর্মে ঘোষণা পূর্বক

নালিশা ভূমি প্রত্যর্পন বা অবমুক্তির এক আদেশ দিতে;

(খ) নালিশা ভূমি অবমুক্তির পর নালিশা ভূমির দখল জেলা প্রশাসক, নরসিংদী

মহোদয়ের মাধ্যমে বাদী/দরখাস্তকারী বরাবরে বুঝিয়ে দিতে;

(গ) মামলা ব্যয় বাদীর অনুকূলে আদেশ দিতে;

(ঘ) বিজ্ঞ আদালতের ন্যায় বিচারে বাদী/দরখাস্তকারীগণ আর যে যে প্রতিকার ভাজন হয়

তারও আদেশ দিয়ে সুবিচার করতে বিজ্ঞ আদালতের আজ্ঞা হয়।

অত্র রীট পিটিশনের ৯-৩৫ নং প্রতিপক্ষগণ কর্তৃক অর্পিত সম্পত্তি ট্রাইব্যুনালে দাখিলকৃত আরজি

অবিকল নিম্নে অনুলিখন হলো:-

“জেলা সাবেক ঢাকা হালে নরসিংদী থানা নরসিংদী মৌজা গদাইর চরস্থিত ও অত্র ট্রাইব্যুনালের এলাকাধীন নালিশা সি, এস ৩৭ খতিয়ানের অন্তর্গত নালিশা সাবেক ৭৬ দাগের ষোল আনা ৯১ শতাংশ ভূমিসহ উক্ত খতিয়ানের মোট ৪১১ শতক ভূমির রায়ত স্থিতিবান জোতের মালিক ছিল করমালী। স্বত্ব দখলকার ছিল তারা দুই ভাই অর্থাৎ করমালী ও সদর আলী, উভয় পিতা মৃত আব্বাস আলী। উক্তরূপে সি, এস ৩৭ নং খতিয়ান চূড়ান্ত লিপি ও প্রকাশিত হয়।

২। উক্ত করমালী মৃত্যুকালে ত্যাজ্যবিত্তে মৃত্যুকালে ত্যাজ্যবিত্তে একমাত্র পুত্র আঃ রহিমকে ওয়ারিশ রাখিয়া মারা যায়। অতঃপর আঃ রহিম মৃত্যুকালে এক স্ত্রী ২৭ নং বাদিনী ঠাভা বিবি ও এক চাচা সদর আলী মুন্সিকে ওয়ারিশ রাখিয়া মারা যায়।

৩। উক্ত সদর আলী উক্তরূপে নালিশা দাগের ভূমিতে মালিক দখলকার নিয়ত থাকাবস্থায় আঃ হেকিম, আঃ হাসেম ও জয়নাল আবেদনীনকে ৩ পুত্র এবং ২৪ নং বাদিনী রাহাতেল্লাহকে ১ কন্যা ওয়ারিশ রেখে মারা যায় এবং তাহারা এজমালিতে মালিক দখলকার নিয়ত হয়। কিন্তু ঠাভা বিবি সহ পারিবারিক আপোষ বন্টনে উক্ত সদর আলীর তিনপুত্র আঃ হেকিম, আঃ হাসেম ও জয়নাল আবেদীন তিন ভ্রাতা প্রত্যেকে সমান  $\frac{1}{3}$  অংশে ৩০.  $\frac{1}{3}$  শতাংশ করে প্রাপ্ত হয় ও মালিক দখলকার হয়।

আঃ হেকিম মৃত্যুকালে আনোয়ার হোসেন, তোফাজ্জল হোসেন, মনির হোসেন ও মহসিনকে চার পুত্র মাহবুব বেগম ও মাজেদা বেগম-কে ২ কন্যা ওয়ারিশ রেখে মারা যায়। তাহারা অত্র মোকদ্দমায় ১-৬ নং দরখাস্তকারী বটে। সদর আলীর পুত্র আবুল হাসেম অত্র মামলায় ৭ নং দরখাস্তকারী।

উক্ত জয়নাল আবেদীন মৃত্যুকালে শাহিন, মুস্তফা, জাহাঙ্গীর, জাকির, মোঃ আলী, সেলিম, আফজাল, আঃ আউয়ালকে ৮ পুত্র এবং হাসিনা আজিদা, খাদিজা, সুফিয়া, গোলশান, শাহিদা, সখিনা বেগমকে ৭ কন্যা ওয়ারিশ রেখে মারা যায়। তাহারা অত্র মোকদ্দমায় ৮-২২ নং বাদী/দরখাস্তকারী। উক্ত জয়নাল আবেদীন এর তিন স্ত্রী ২৩-২৫ নং বাদী-দরখাস্তকারী। উক্ত রহাতুল্লাহ ২৬ নং ও ঠাভা বিবি ২৭ নং বাদী/দরখাস্তকারী।

নালিশা বহিষ্ঠত লাগ পশ্চিম পার্শ্বে সাবেক ৭৫ দাগের ৯৫ শতাংশ ভূমির মধ্যে ৪৫ শতাংশ ভূমি উক্ত সদর আলী মুন্সী মাধবদী বড় জামে মসজিদের জন্য দান করেন এবং একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠান করেন। উক্ত বিষয়ে মসজিদের নামে এস, এ ৭৪ খতিয়ানে লিপি আছে এবং উক্ত

মসজিদের মোতাল্লি হিসেবে উল্লেখিত মুন্সি সদর আলী আজীবন কাল খেদমত করেন। উক্ত সদর আলীর পাকা কবর মসজিদের নিম্নরের কাছাকাছি বিদ্যমান আছে সদর আলী বড় পুত্র আঃ হেকিম এর পাকা বাধানো কবর ও মসজিদ সংলগ্ন অবস্থিত। বর্তমানে সদর আলীর ২য় পুত্র আবুল হাসেম উক্ত মসজিদের মোতাল্লি হয় বটে এবং সে অত্যন্ত সহজ সরল এবং দয়া পরায়ন লোক হয় বটে। উক্ত মসজিদের লাগ পূর্বে নালিশা ভূমি অবস্থিত যাহা মাধবদী বাজারের কাছাকাছি ভূমি বটে। নালিশা দাগের উত্তর পূর্বাংশে মধ্য ভাগে বাদী/দরখাস্তকারী আবুল হাসেমের একটি পাকা দালান টেইলারিং দোকান রয়েছে এবং বিভিন্ন গাছ গাছাদি আছে। যা তাদের লাগানো ও তত্ত্বাবধানে ছিল। অত্র দাগের ভূমি সদর আলী মুন্সির পৈত্রিক বাড়ির অংশ ছিল বটে। উক্ত আঃ হাসেম এর টেইলারিং দোকান ও দালানের কাছাকাছি সদর আলীর পুত্র আঃ হাকিমের একটি পাকা দালান ও দোকান রয়েছে যা একতলা বটে। যা বর্তমানে সুমি জেনারেল স্টোর নামে হেকিমের পুত্র ওয়ারিশগণ নিজেরা দখল করিতেছে। উক্ত সদর আলীর পুত্র জয়নাল আবেদীনের টিনের বেড়া টিনের চাল দুই কক্ষ বিশিষ্ট একটি দোকান রয়েছে এবং পাশে অপর একটি চায়ের দোকান রয়েছে। যা বর্তমানে জয়নাল আবেদীনের পুত্র ওয়ারিশগণ দখলে আছে। নালিশা দাগের ভূমি সমূহ প্রকৃত পক্ষে বাস্তবে ও সরেজমিনে সদর আলীর ৩ পুত্র আঃ হেকিম, আবুল হাসেম এবং জয়নাল আবেদীন দখলকার ছিল। পরবর্তীতে আঃ হেকিম ও জয়নাল আবেদীনের পুত্র ও ওয়ারিশগণ ও আবুল হাসেম বাস্তব দখলকার হয় বটে। নালিশা দাগের অন্য ওয়ারিশ বাদীগণ/ দরখাস্তকারী যার যার স্বামীর বাড়িতে থাকে এবং উল্লেখিত আবুল হাসেম ও জয়নাল আবেদীন ও হেকিমের পুত্র ওয়ারিশগণের মাধ্যমে এজমালিতে দখলকার হয়। নালিশা দাগের বক্রি অংশে মসজিদ সংলগ্ন পূর্ব অংশের ভূমিতে গাছ গাছাদি ছিল যা বাদী/ দরখাস্তকারীগণের ভোগদখলে ছিল।

৬। নালিশা দাগের আংশিক জোর পূর্বক বেআইনী অনুবেশের চেষ্টা করায় উল্লেখিত জয়নাল আবেদীন ও হাসেম মিয়া বাদী হয়ে জনৈক মেহেরুল্লাহ গং দের বিরুদ্ধে সদর সহকারী জজ আদালত, নরসিংদীতে ১১২/৯৯ ইং নং স্থায়ী নিষেধাজ্ঞার জন্য একটি মামলা করে। যাহা পলাশ সহকারী জজ আদালত, নরসিংদীতে বদলী হইয়া ৯৬/০১ নং পরে। পরবর্তীতে জয়নাল আবেদীন মারা যাওয়ার পর বিবাদীরা আর বেদখলের হুমকি না দেওয়ায় উক্ত মোকদ্দমা পরবর্তীতে তদ্বীরের অভাবে খারিজ হয়। অতঃপর বিগত ২৭.০৪.০৪ ইং তারিখে জনৈক আবু সিদ্দিক গং নালিশা ভূমিতে জোর পূর্বক বেদখলের হুমকি দিলে এবং নালিশা ভূমিতে ঘর দরজা উত্তোলনের আয়োজন পূর্বক বাদী/দরখাস্তকারীকে বেদখল করার প্রয়াসে নালিশা ভূমির পার্শ্ববর্তী দাগে ইট বালু সিমেন্ট ইত্যাদি আনয়ন পূর্বক বেদখলের প্রস্তুতি নিলে অত্র বাদী/ দরখাস্তকারীগণের মধ্যে ১-৪ নং ও ৮/১৫ নং বাদীগণ/ দরখাস্তকারীগণ বাদী হয়ে বিজ্ঞ সদর সহকারী জজ আদালতে স্থায়ী নিষেধাজ্ঞার জন্য ৯৮/০৪ ইং মোকদ্দমা তড়িঘড়ি করে দায়ের করে যাতে প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাবে বিজ্ঞ আইনজীবী সাহেব উক্ত মামলায় পূর্ণাঙ্গ ও প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী সন্নিবেশিত করতে পারেন নাই বটে। উক্ত মামলায় বিবাদীপক্ষ/প্রতিপক্ষগণ জবাব প্রদান করে। অপরদিকে উক্ত মামলার জবাবে বিবাদী/প্রতিপক্ষগণ নালিশা ভূমি সংক্রান্ত কতক এস, এস ও আর, এস খতিয়ানে কতক পাতা বিবাদী/প্রতিপক্ষগণ সহ অপরাপর আরো কতক ব্যক্তিগণের নামে নালিশা ভূমির এস,এ ও আর, এস খতিয়ান লিপি হয়েছে বলে সর্বপ্রথম জবাব দিয়ে প্রকাশ করে। ফলে বাদী/প্রতিপক্ষগণের স্বত্ব ক্লাউড দেখা দেওয়ায় একইরূপে সকল এস, এ ও আর, এস খতিয়ান সমূহ সংগ্রহ না করেই বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব নূরুদ্দিন খান সাহেব পুনরায় এস,এ ও আর, এস পর্চা ভুল ঘোষণার জন্য নালিশা ভূমিতে বাদীগণ/ প্রতিপক্ষগণ ষোল আনা স্বত্বান মর্মে ঘোষণার জন্য বিজ্ঞ যুগ্ম জেলা জজ আদালত, নরসিংদীতে দেং ১৫/০৪ ইং নং মোকদ্দমা দায়ের করেন। উক্ত দেং ৯৮/০৪ মোকদ্দমার জবাবে আরও প্রকাশ করে যে, নালিশা দাগের ভূমি হইতে ৭০ শতাংশ ভূমি অর্পিত ভূমি হিসেবে মাধবদী বাজার বড় জামে মসজিদ কমিটি সভাপতি/ সেক্রেটারী বরাবরে বিগত ৫.১২.৭৪ ইং তারিখে ভিপি কেইছ নং ৩৪/৭৪ মূলে লিজ প্রদান করেছে যা কাগজে হস্তান্তর বটে। উক্ত দেং মোঃ ৯৮/০৪ ইং মামলার জবাবে আরও প্রকাশ থাকে যে, উক্ত সদর আলীর পুত্র বাদী/প্রতিপক্ষগণ আঃ হাশেম উক্ত সদর আলীর পুত্র বাদী/ প্রতিপক্ষগণ আঃ হাশেম মসজিদের পরিচালনা কমিটির রেজুলেশনে স্বীকার করে যে, নালিশা লিজ প্রাপ্ত ভূমিতে মসজিদ কমিটির দোকান গৃহ নির্মাণের আবশ্যিকতা হয়। ইত্যাদি মিথ্যা প্রকৃতপক্ষে মসজিদের পরিচালনা বিষয়ে আলোচনা করা হয় খালি পাতায় রেজুলিউশন বহিতেও স্বাক্ষর নেওয়া হয়। যাহার রেজুলেশন পরে লেখা হয় বটে। উক্ত রেজুলেশন আলোচনায় বাদীগণের/ প্রতিপক্ষগণের নালিশা জমিতে কোন ঘর দরজা নির্মান উন্নয়ন বা লিজ সংক্রান্ত কোন বিষয়ে আলোচনা হয় নাই। মসজিদ পরিচালনা ইমাম/ মুয়াজ্জিন এর বেতন বিষয়ে আলোচনা করা হয়। উক্ত মামলার জবাবে আরও প্রকাশ করে যে, উপরস্থ মনিব সতিপ্রসন্ন গুপ্ত রায়ের তিন পুত্র গোপাল চন্দ্র রায়, শৈলেন্দ্র চন্দ্র গুপ্ত রায় ও বিশাদ চন্দ্র গুপ্ত রায় হতে বিভিন্ন পত্তন নামা, হুকুম নামা ও দাখিলা মূলে কতিপয় ব্যক্তি পত্তন গ্রহণ করিয়া পত্তন প্রাপ্ত ভূমিতে দোকান নির্মান করেছে ও দখলে আছে তা সত্য নহে বা বাদীগণ/ প্রতিপক্ষগণ মাত্র .০০৬৪ সহস্রাংশ ভূমি পত্তন নেওয়ায় তাদের নামে এস,এ ৯৮ খতিয়ান ও আর, এস ২৮৬ খতিয়ান লিপি হইয়াছে বা ভুলে .০১৭০ সহস্রাংশ ভূমি লিপি বেশি লিপি হয়েছে তাহাও মিথ্যা বটে। উক্ত ৯৮/০৪ মামলায় বিবাদীগণের জবাবে আরও যে বক্তব্য রাখে জনৈক মেহেরুল্লাহ আঃ রাজ্জাক, জোবেদা খাতুন, নূরুদ্দিন, মোয়াজ্জেম আলী বেপারী, আফর আলী, আবু তাহের বন্দর আলী, জমসের আলী, সফি উদ্দিন গং পত্তন গ্রহণ করে এবং তাদের নামে শুদ্ধভাবে এস,এ ৪৩, ৮৩, ৫৬, ৫৩, ৮২, ৫৮, ৫০, ৫৭ নং এস,এ ও কতিপয় আর, এস খতিয়ান লিপি হয় ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বাস্তবতা বিরোধী তাহা কখনো মালিক ছিল না ও নাই। বাদী/প্রতিপক্ষ উক্ত বিষয়ে কখনো অবহিত ছিল না বা কথিত ব্যক্তিগণ দখলেও ছিল না ও নাই। তবে তাহাদের নামে ভুল রেকর্ড লিপি হওয়ার বিষয়ে বাদী/প্রতিপক্ষগণের সমঝোতার আলোচনা হয়েছে বিধায় একটি ফয়সালা

আদালতের বাহিরে হওয়ার সম্ভাবনা আছে আলোচনাধীনে আছে বিধায় উক্ত ভূমি ও কথিত ব্যক্তিগণকে আরও মামলার আরজির তপছিলে আনয়ন করা হইল না শুধুমাত্র কথিত লিঙ্গ প্রদানকৃত ৭০ শতক ভূমি হতে ৬৮.৩৭ শতাংশ ভূমিকেই নালিশা ভূমি হিসাবে আরজি ভুক্ত করা হইল। নালিশা ভূমি উপরস্থ মনিবগণের পত্তন দেওয়ার কোন ক্ষমতা ছিল না।

নালিশা ভূমি অর্পিত অনিবাসী সম্পত্তি ছিল না বা হওয়ার কোন কারণ নাই। সরকার বিবাদীপক্ষ বেআইনীভাবে ভিপি কেইছ নং ৩৪/৭৪ রুজু দেখান হয়েছে। বাস্তবে সরকার কখন দখল নেয় নাই বা কথিত মসজিদ কমিটির বরাবরেও কখন লীজ মূলে দখল হস্তান্তর করে নাই, অত্র বাদী/দরখাস্তকারীগণ পূর্বাপর দখল ছিল ও আছে।

৮। নালিশা ভূমি বেআইনীভাবে অত্র প্রতিপক্ষ / বিবাদীর ছত্রছায়ায় কথিত মসজিদ কমিটি বরাবরে লীজ দেখায় ও তাদের অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য ও ব্যক্তিগণ লাভবান হওয়ার জন্য মসজিদের আর্থিক সহায়তার নামে বেআইনী ও জোর পূর্বক বাদী/দরখাস্তকারীপক্ষের দোহাই নিষেধ অমান্য করে নালিশা ভূমিতে ৪৮ টি সেমিপাকা দোকান ঘর নির্মাণ কাজ বিগত ইংরেজী ১৩.০৫.০৪ তারিখে শুরু করে এবং নালিশা ভূমি হইতে বাদীগণ/দরখাস্তকারীর একটি বট গাছ ২টি কড়াই গাছ যার মূল্য অনুমান এক লক্ষ সত্তর হাজার টাকা হবে তা কর্তন করে নিয়ে যায় এবং বাদীগণের দোকান ঘর দালানের সম্মুখ ভাগের অংশে প্রায় ৫৫ শতাংশ ভূমি হতে বাদীগণকে বেদখল করে যদিও ৭০ শতাংশ ভূমি লীজ দেখায়। উক্ত ঘটনা ও ঘর দরজা বিগত ইংরেজী ১৩.০৫.০৪ তারিখে হবে শুরু করে পরবর্তীতে আংশিক নির্মাণ কার্য সম্পাদন করে।

বাদীপক্ষ/দরখাস্তকারী পক্ষের বাধার কারণে এখনো পুনাস্ত্র নির্মাণ কাজ শেষ হয় নাই বটে। পরবর্তীতে জানা যায় যে, সরকার পক্ষের ও গাছ কাটা বা ঘর উত্তোলনের কোন সুনির্দিষ্ট নির্দেশ ছিল না। যদিও সরকার পক্ষ উক্তরূপ লিঙ্গ বা ঘর তোলার জন্য কোনরূপ আদেশ দেওয়ার অধিকার ছিল না। উক্তরূপে নালিশা ভূমি হতে বাদীগণকে বেদখল করেছে বটে। বাদীগণ/দরখাস্তকারীগণ গত ১২.০৫.০৪ তারিখে দেঃ মোঃ ৯৮/০৪ মামলায় স্থিতিবস্থা বজায় রাখার জন্য এবং বিবাদীগণ যাতে নালিশা ভূমিতে ঘর দরজা উত্তোলন করতে না পারে সেই জন্য নালিশা ভূমির পার্শ্ব ঘর দরজা উত্তোলনের জন্য ইটবালি সিমেন্ট সমাবেশ করেছে তৎমর্মে উল্লেখ পূর্বক নিষেধাজ্ঞার আদেশ প্রার্থনা করিয়াছিল। কিন্তু বিজ্ঞ আদালত আদেশ না দেওয়ায় দুর্লোভের বশবর্তী হয়ে বিবাদীগণ উক্তরূপে নালিশা ভূমি হইতে বাদীগণ/দরখাস্তকারীগণকে বেদখল করেছে। বাদী/দরখাস্তকারী গণের নামে উক্তরূপ ভুলে বেআইনী ভাবে এস, এ ও আর, এস খতিয়ান সমুদয় ভূমি সম্পর্কে না হওয়ায় এবং সরকার বিবাদী বেআইনীভাবে নালিশা ভূমিকে অর্পিত সম্পত্তি দেখাইয়া বেআইনী লিঙ্গ দেওয়ার কারণে ও বিবাদীপক্ষ লিঙ্গের অজুহাতে মামলা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও বাদী/দরখাস্তকারীগণকে নালিশা ভূমি হইতে বেআইনী বেদখল করার অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছে বিধায় বাদী/ দরখাস্তকারী পক্ষ বিজ্ঞ ১ম যুগ্ম জেলা জজ আদালত, নরসিংদী এতে স্বত্ব ঘোষণা পূর্বক আর, এস খতিয়ান ভুল, অশুদ্ধ এবং খাস দখলের নিমিত্তে দেঃ মোঃ নং ৩৫/০৪ ইং নং মামলা দায়ের করে বটে। উক্ত মোকদ্দমায় সরকার বিবাদী পক্ষ হিসেবে জবাব দাখিল পূর্বক প্রতিযোগীতা করিয়া থাকে বটে। উক্ত মোকদ্দমা বদলী হয়ে ২য় যুগ্ম জেলা জজ আদালত, নরসিংদীতে দেঃ ১০৯/১০ ইং মোকদ্দমার নম্বর পরে। উক্ত মোকদ্দমায় সরকার বিবাদীপক্ষের সাক্ষী মাধবদী পৌর ভূমি সহকারী কর্মকর্তা জনাব ফারুক আহম্মেদ জেরায় স্বীকার করেন যে, নালিশা ভূমির সি,এস রেকর্ডীয় জোতদার ছিল করম আলী এবং এস, এ ৯৮ খতিয়ানের ভূমির বিষয়ে সরকার প্রতিপক্ষের দাবী নাই বলিয়া স্বীকার করে এবং সি,এস ৭৬ দাগের ৩ শতক তালিকা ভুক্ত আছে বলে দাবী করে। এমনকি উক্ত সাক্ষী জেরায় আরও স্বীকার করে যে, মসজিদ কমিটি ৪৮ টি দোকান করে দখলে আছে। ২০০৫ সালে দোকান করেছে, অনুমতি নিয়া লীজ দেওয়া হয়েছে এবং নালিশা ভূমির বিষয়ে সেন্সর তালিকা ১৯৮৯ ইং সনে করা হয়েছে বলে দাবী করে। এখানে উল্লেখ্য যে, লিঙ্গ মসজিদ কমিটি নালিশা ভূমি জোর পূর্বক দখলে নিয়া নির্মাণ কাজ করার সময় বিভাগীয় কমিশনার বরাবরে আবেদন করিলে সিনিয়র সহকারী কমিশনার উক্ত অবকাঠামো অপসারণ এবং লিঙ্গ বাতিলের জন্য অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) মহোদয়কে নির্দেশ প্রদান করে। ইতিমধ্যে অত্র মামলা চলাকালীন সময়ে সরকার বেআইনীভাবে নালিশা ভূমি অর্পিত সম্পত্তি বাদী করে অর্পিত অনিবাসী সম্পত্তি ক তপসিলের অন্তর্ভুক্ত করে নরসিংদী সদর থানার মাধবদী পৌরসভার তালিকায় ২৬৮ নং ক্রমিকে দেখিয়ে গেজেট প্রকার করায় বাদী/দরখাস্তকারীগণ বিজ্ঞ আদালতে অত্র মোকদ্দমা দায়ের করতে বাধ্য বটে”

উপরিলিখিত মোকদ্দমা নং ৫৯/২০১২ এর ১ নং বিবাদী এবং অত্র রীট পিটিশনের ৪ নং প্রতিপক্ষ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পক্ষে জেলা প্রশাসক, নরসিংদী লিখিত আপত্তি দাখিল পূর্বক মোকদ্দমাটির

প্রতিদন্দিতা করেন। উক্ত লিখিত আপত্তির ৭ নং প্যারায় প্রকৃত ঘটনা উল্লেখ পূর্বক ১ নং বিবাদী-প্রতিপক্ষ যে

বর্ণনা করেন তা অবিকল নিম্নে অনুলিখন হলো :-

“৮। প্রকৃত কথাঃ-

(ক) সাবেক জেলা ঢাকা হালে নরসিংদী, সাবেক থানা রূপগঞ্জ হালে নরসিংদী থানা ও সাবেক রেজিষ্ট্রি এলাকাধীন গদাইরচর মৌজাস্থিত সি,এস ৩৭ নং খতিয়ানে সাবেক ৭৬ দাগের ১ আনা ৯১ শতাংশ ভূমিসহ অপরাপর দাগের ভূমির উপরস্থ মালিক ছিল সতীন্দ্র প্রসন্ন গুপ্ত রায়। উপরোক্ত মালিক এর অধীনে নালিশা খতিয়ানের কিছু ভূমি করম আলী ও সদর আলী দখল করত এবং উপরোক্ত মালিককে করাদি প্রদান করত। তৎকারণে দখলের কলামে তাহাদের নাম লিপি হয়। বর্ণিত সদর আলী এবং করম আলী সি,এস জরিপের পর এস, এ জরিপের পূর্বে করাদি প্রদানে ব্যর্থ হলে উপরোক্ত জমিদার সতীন্দ্র প্রসন্ন রায় গুপ্ত বরাবরে নালিশা ভূমি বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট চেক দাখিলা মূলে ভিটি ভূমি বন্দোবস্ত দেয়।

(খ) উক্ত অবস্থায় প্রসন্ন গুপ্ত রায় নালিশা ৭৬ দাগের ভূমিসহ অন্যান্য দাগের ভূমিতে মালিক দখলকার থাকাবস্থায় শৈলেন্দ্র কুমার গুপ্ত রায়, বিশাদ কুমার গুপ্ত রায় এবং গোপাল চন্দ্র গুপ্ত রায়কে ৩ পুত্র ওয়ারিশ রেখে মৃত্যুবরণ করে। উক্ত ৩ পুত্রদের নামে নালিশা দাগের ভূমিসহ খতিয়ানে মোট ৭.৫৩ একর ভূমি এস,এ ৭৯ নং খতিয়ানে রেকর্ডভুক্ত হয়। নালিশা এস,এ রেকর্ডীয় শৈলেন্দ্র কুমার গুপ্ত রায় গং ১৯৬৫ সনে পাক ভারত যুদ্ধের সময় নালিশা দাগের ভূমি কারো বরাবরে হস্তান্তর না করে স্বপরিবারে পাশ্চাত্য রাষ্ট্র ভারতে চলে যায়। তার নামীয় সম্পত্তি সঠিক এবং শুদ্ধভাবে নালিশা দাগের ভূমি অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে তালিকাভুক্ত করা হয়। বিগত ইংরেজী ০৬.০৯.৬৫ তারিখ থেকে ১৬.০২.১৯৬৯ ইং তারিখ সময় কালে সরকারী দায়িত্বশীল কর্মকর্তা আর এস জরিপ কর্মচারী গণের সমন্বয়ে গঠিত টিম মাঠ পর্যায়ে গিয়ে নালিশা ভূমি মাপনুক অস্ত্রে পরীক্ষা করে ও স্থানীয় জনসাধারণকে ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদান্তে নিশ্চিত হয়েই বর্ণিত রেকর্ডীয় মালিক শৈলেন্দ্র কুমার গুপ্ত রায় গংদের ভারত বাসী হিসাবে শুমারী তালিকা লিপিবদ্ধ করেন। এস,এ ৭৯ নং খতিয়ানে শুমারীর তালিকায় ২ নং ক্রমিকে অন্তর্ভুক্ত হয়। নালিশা সম্পত্তি সরকারের দখলে ও নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।

ব্যবস্থাপনার স্বার্থে ১৯৭৪ সালে ৩৪/৭৪ (নর) নং ভি,পি, নথি সৃজন করা হয়। মাধবদী বড় জামে মসজিদ কমিটি কর্তৃক মসজিদ ও মুছল্লিদের সুবিধার্থে উক্ত খতিয়ানের নালিশা ৭৬ নং দাগের ০.৮-৩ শতাংশ ভূমি থেকে ০.৭০ শতাংশ ভূমি লীজ প্রাপ্তির আবেদন করলে তৎকালীন নারায়নগঞ্জ প্রশাসক মহোদয় বিষয়টি সহানুভূতির সহিত বিবেচনা করে মসজিদ কমিটির অনুকূলে ১ সনা ভিত্তিক লীজ প্রদান করেন। ১৯৭৪ সাল হইতে মসজিদ কমিটি যথারীতি লীজ মানি পরিশোধ করে আসছেন এবং যথারীতি হাল সন পর্যন্ত লীজ নবায়ন করে আসছেন। লীজগণের মাধ্যমে নালিশা সম্পত্তি সরকারের দখলে ও নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। মাধবদী বাজারস্থিত উক্ত জামে মসজিদটি একটি বৃহৎ মসজিদ উক্ত মসজিদে এক সাথে দশ হাজার লোক নামাজ পড়তে পারে। মসজিদ কমিটি বিভিন্ন দানবীর ব্যক্তির নিকট থেকে দান নিয়া দোকান ঘর তৈরি করে বিভিন্ন লোকের নিকট ভাড়া দিয়ে উক্ত ভাড়ার টাকা দিয়ে মসজিদ পরিচালনা করে আসছে। বাদীর ভূমি সরকারের দখলে ও নিয়ন্ত্রণে আছে। বাদীর কোন দখল কদাপিও ছিল না বর্তমানে নাই বা থাকার কোন কারণ বিদ্যমান নাই।

নালিশা আর, এস ১ নং খাস খতিয়ানে নালিশা দাগের ভূমি বাংলাদেশ সরকার পক্ষে ডেপুটি কমিশনার লিপি হয়েছে। নালিশা সম্পত্তি মাধবদী বাজারে অবস্থিত বিধায় মূল্যবান সম্পত্তি হিসাবে বাদী পক্ষ সরকারী সম্পত্তি আত্মসাৎ ও গ্রাস করার ভূয়া, জাল জালিয়াতি কাগজ সৃজন করে অত্র মিথ্যা মোকদ্দমা দায়ের করেছে। বাদীর মোকদ্দমা মিথ্যা ও অলিক কাল্পনিক হয়েছে। উক্ত অলিক ও কাল্পনিক কাগজের মাধ্যমে বাদী কোন অবমুক্তির আদেশ পাইতে পারে না। বাদীর মোকদ্দমা খরচাসহ ডিসমিস হওয়ার যোগ্য।’

ড. মোঃ শাহজাহান, বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল জজ, নরসিংদী এবং অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যাপন ট্রাইব্যুনাল,

নরসিংদী বিগত ইংরেজী ৩১.০১.২০১৩ তারিখে উভয় পক্ষের শুনানী অস্ত্রে মোকদ্দমাটি বাদীপক্ষের অনুকূলে রায় প্রদান করেন এবং নালিশী আরজি বর্ণিত সম্পত্তি ভুলক্রমে অর্পিত সম্পত্তির তালিকাভুক্ত হওয়ায় তা প্রত্যাপনের আদেশ প্রদান করেন।

বিগত ইংরেজী ৩১.০১.২০১৩ তারিখে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যাপন ট্রাইব্যুনাল, নরসিংদী কর্তৃক অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যাপন মোকদ্দমা নং ৫৯/২০১২-এ প্রদত্ত রায় ও আদেশে সংক্ষুব্দ হয়ে দরখাস্তকারী মাধবদী বাজার কমিটি ও মার্চেন্ট এ্যাসোসিয়েশন এর সভাপতি এবং সেক্রেটারীদ্বয় দরখাস্তকারী হিসেবে মাধবদী বাজারের পক্ষে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১০২ এর আওতায় অত্র রীট পিটিশন দাখিল করে অত্র রুলটি প্রাপ্ত হন।

বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট জে, কে পাল দরখাস্তকারীর পক্ষে বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন।

অপরপক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মোঃ রুহুল কুদ্দুস ৯-১৪ এবং ১৬-৩৩ নং প্রতিপক্ষগণের পক্ষে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন।

অত্র মোকদ্দমাটি নিষ্পত্তিতে বিজ্ঞ অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পন ট্রাইব্যুনাল, নরসিংদী কর্তৃক প্রদত্ত রায়টি গুরুত্বপূর্ণ বিধায় নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

*“Mr. Tarek Mohammed Lutfor Rahman Advocate for the petitioner Mr. Sayed Mahmod Hasan, Advocate for respondent and having stood for consideration to this day, the court delivered the following judgment: This is a case under Arpita shampati prottarpon Ain with the prayer to get release of the schedule property laid down in the petition. Contents in the petition in an baridgment is that total schedule property 91 decimals admittedly was correctly recorded in the name of karom ali and possessed by Karom Ali II and Sardar Ali II. both S/o. late Abbas under the possession Jamindar Raj Kumar Gupto Roy and that was recorded in CS Khatian No. 37 and Plot No. 76. Mistakenly SA record was prepared in the name of 3 sons of the late possessor Jamindar Sati prosanna Gupta Roy that was quite illegal and without any basis. Depending upon wrong SA record and without inquire into the fact govt. treated the case property as vested property. But the other properties that was recorded in the said CS khatian No. 37 recorded in the SA record in the name of other muslim as the heirs of CS recorded tenant and have been possessing by them in various SA khatians. Moreover in the VP case record filed by the defendant nothing appears to the court that this case land was enlisted in the census list enemy/vested property. So the petitioner as the heirs of the CS recorded tenant are entitled to get release of the property.*

*On the other hand O.P No.1 contested case by filing W/o and claimed that the case and is govt. vested property and leased out to madobdi jame mosque and they have been possessing the same by renewal of lease. Case land is rightly recorded in the name of govt. as khas property in the RS record. So the case shall be rejected.*

Points for determination

1. *Whether the case land is vested property?*
2. *Whether the case is barred by limitation?*
3. *Whether the petitioners are the citizen and permanent resident of Bangladesh?*
4. *Whether the petitioners have the right and title over the case land?*
5. *Whether the petitioner is entitled to get relief as prayed for?*

Finding and decision

*“All the points are taken up together for the convenient discussions. It appears from the VP case record that the VP case was initially opened on the basis of a petition to get lease of the scheduled property by Madabdi Jama Mosque. On the basis of that petition investigation was made by one enemy property supper and he find that SA recorded tenants left for India. So the same may be treated as vested property and later that was leased out in favour of the Mosque for rate of tk. 100/- per acre. So It is clear that it was not entered in the census list to treat the same as vested property or enemy property legally before 12.11.1974 as application was filed to get lease of the property in 1974. Moreover other properties recorded in the said CS khatian No. 37 under the same Jamindar Shati Proshonna Gupto Ray was not treated enemy and vested property except the scheduled land. Should the case property be treated as abandoned / vested and non resident property or enemy property then respect of the CS plot No. 76 would be vested property. VP case file shows that on 09.01.95 local tahsildar and surveyor after joint survey submitted investigation report showing that CS recorded tenant Karam Ali, Abu Taher and total 17 Muslims persons had been possessing the rest portion of land recorded in the CS khatian No. 37. It also appears from the VP case file note sheet page No. 19 of enemy property case No. 34/74 that on 17.07.01 ADC (Revenue) ordered the tahsildar to take possession back of the scheduled leased out property that was leased out in favour of the mosque i.e. 70 decimals after realising the rent for Bangla Year 1407 depending upon the provision of Arpita Shampati Prottarpon Ain 2001 under section 14 and 33/2 and the same order passed to get back the case property and to take possession by the Govt. on 24.12.01v 10.01.02 and onward. It also appears from the order sheet page No. 23 order No. 101 that shows the lease holder had been ordered to hand over the possession to the Govt. Pertinent order also had been passed on 02.06.04.*

*It appears from the VP case record that 70 decimals of land out of 91 dec of cs plot No. 76 treated as vested property and rest 21 dec was recorded in the*

name of other Muslim heirs and subsequent heirs in SA 83,86,5382,57,50 and 56 and those were marked exbt. 1/2 to 1/8 that is surprising.

Considering above aspects of the VP case file treating the case land as vested and nonresident property, we do not find any basis and legal support to do so.

On the other hand ld. Lawyer for the petitioner submits that they filed a title suit bearing No. 35/04 before the Joint District Judge, 1<sup>st</sup> Court, Narsingdi and by operation of law i. e. section 13 of the Arpita Shampai Prottarpon Ain 2001 that case was abated and the petitioner compelled to file the present case before the Arpita Shampati Prottarpon Tribunal Court. Ld. Lawyer also submits that the present petitioners are the heirs and subsequent heirs of CS recorded tenant Karamli. He cited the section 10 of Bangal Tenancy Act, 1885 and submits that permanent tenure holder not liable to be ejected and without observing legal procedure laid down in the law heirs of the CS recorded tenant shall inherit the case land. Defft. nowhere in the w/o said that the present petitioners are not heirs and subsequent heirs of the CS recorded tenants Sador Ali and Karom Ali or the present petition is barred by limitation.

We do not find any step had taken by the Jamindar to eject the CS recorded tenants or its heirs. So it is clear that the CS recorded tenant Karam Ali and Sador Ali are the legal owners of the case land and the SA record prepared in the name of the heirs of Jamindar Shati Prosonna Gupta Roy had no basis. PW. 1 Anower Hossain deposed in support of the contention in the petition. He could not be deviated from the stand of examination in chief. DW 1 Shahjahan Siraj Asst. land officer deposed in support of the w/o and could new anything beyond the materials contained in the VP case record.

Accordingly the suit land treated as vested/ on resident property/ enemy property was baseless. It is clear before the court that the petitioners are real owners of the case land by way of heirs and subsequent heirs of CS recorded tenants and entitled to get back possession of the same.

It is to be cited also CS recorded tenant Sador Ali donated 45 decimals of land of CS plot No. 75 to Madabdi baro Jama Mosque and that mosque has been still there and it was recorded in the SA khatina No. 74 and that was the part of CS plot No. 75 and CS khatian No. 37. So in no way can be treated the suit land as vested and nonresident property. So all the points are decided in favour of the petitioners. Accordingly the petitioners are entitled to get relief as prayed for.

Hence it is

Order

that the suit be decreed on contest against the opposite party. The suit land treated as vested property is wrong and without any basis.

Deputy Commissioner, Narsingdi is directed to hand over the case land in favour of the petitioners within the shortest possible from the date of received of the judgment.”

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ এর প্রস্তাবনা গুরুত্বপূর্ণ বিধায় অবিকল নিম্নে অনুলিখলন হলোঃ

“অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে তালিকাভুক্ত কতিপয় সম্পত্তি বাংলাদেশী মূল মালিক বা তাহার বাংলাদেশী উত্তরাধিকারী বা উক্ত মালিক বা উত্তরাধিকারী বাংলাদেশী স্বার্থাধিকারী (Successor-in-interest) এর নিকট প্রত্যর্পণ এবং আনুসঙ্গিক বিষয়টি সম্পর্কে বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন।”

উপরিলিখিত প্রস্তাবনা সহজ সরল পাঠে এটা কাচের মত স্পষ্ট যে, শুধুমাত্র আইন অনুযায়ী অর্পিত

সম্পত্তির তালিকাভুক্ত সম্পত্তি এর মূল মালিককে ফেরৎ প্রদান তথা প্রত্যর্পণ এর নিমিত্তে অর্জিত সম্পত্তি

প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ প্রণীত। অত্র আইনের আওতায় কোন দরখাস্ত দাখিল করতে হলে প্রথমত সম্পত্তিটি ধারা

৯ অনুযায়ী প্রত্যর্পণযোগ্য অর্পিত সম্পত্তি হিসেবে তালিকাভুক্ত হতে হবে। কোন সম্পত্তি প্রত্যর্পণযোগ্য

সম্পত্তির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত না থাকলে উক্ত সম্পত্তির বিষয়ে দাখিলকৃত আবেদন ধারা ১৭ (খ) মোতাবেক

ট্রাইব্যুনাল গুনানীর জন্য গ্রহণ না করে সরাসরি খারিজ করে দিবে।

তালিকাভুক্ত অর্পিত সম্পত্তি **মূল মালিক** এর নিকট প্রত্যর্পণ এর নিমিত্তে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পন আইন, ২০০১ প্রণীত। এখানে **মালিক** অর্থ আইনের ধারা ২ এর উপধারা (ড) মোতাবেক যে ব্যক্তির সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে তালিকাভুক্ত হয়েছে উক্ত মূল মালিক বা তাহার উত্তরাধিকারী, বা উক্ত মূল মালিক বা উত্তরাধিকারীর স্বার্থাধিকারী (Successor-in-interest), বা তাদের অনুপস্থিতিতে তাদের উত্তরাধিকার সূত্রে এমন সহ-অংশীদার যে বা যারা ইজারা গ্রহণ দ্বারা বা অন্য কোনভাবে সম্পত্তির দখলে রয়েছে (Co-sharer in possession by lease or in any form) যদি উক্ত মূল মালিক বা উত্তরাধিকারী বা স্বার্থাধিকারী (Successor-in-interest) বা উত্তরাধিকারসূত্রে সহ-অংশীদার (Co-sharer in possession by lease or in any form) বাংলাদেশের নাগরিক ও স্থায়ী বাসিন্দা হন।

অর্থাৎ অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ এর ধারা ২(ড) মোতাবেক যাদের বরাবরে তালিকাভুক্ত অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করা হবে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণের বরাবরে :

(ক) মূল মালিক

(খ) মূল মালিকের উত্তরাধিকারী

(গ) মূল মালিক বা উত্তরাধিকারীর স্বার্থাধিকারী (Successor-in-interest),

(ঘ) মূল মালিক বা উত্তরাধিকারীর স্বার্থাধিকারী (Successor-in-interest) এর উত্তরাধিকার সূত্রে এমন সহ-অংশীদার যে বা যারা ইজারা গ্রহণ দ্বারা বা অন্য কোনভাবে সম্পত্তির দখলে রয়েছে (Co-sharer in possession by lease or in any form) যদি উক্ত মূল মালিক বা উত্তরাধিকারী বা স্বার্থাধিকারী (Successor-in-interest) বা উত্তরাধিকারসূত্রে সহ-অংশীদার (Co-sharer in possession by lease or in any form) বাংলাদেশের নাগরিক ও স্থায়ী বাসিন্দা হন।

বর্তমান মোকদ্দমার নথিপত্র বিশ্লেষণে এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান যে, অত্র অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ মোকদ্দমা নং ৫৯/২০১২ এর দরখাস্তকারীগণ উপরিলিখিত (ক) মূল মালিক কিংবা (খ) মূল মালিকের উত্তরাধিকারী কিংবা (গ) মূল মালিক বা উত্তরাধিকারীর স্বার্থাধিকারী (Successor-in-interest) কিংবা (ঘ) মূল মালিক বা উত্তরাধিকারীর স্বার্থাধিকারী (Successor-in-interest) এর উত্তরাধিকার সূত্রে এমন সহ-অংশীদার যিনি বা যাহারা ইজারা গ্রহণ দ্বারা বা অন্য কোনভাবে সম্পত্তির দখলে রহিয়াছেন (Co-sharer in possession by lease or in any form) যদি উক্ত মূল মালিক বা উত্তরাধিকারী বা স্বার্থাধিকারী (Successor-in-interest) বা উত্তরাধিকারসূত্রে সহ-অংশীদার (Co-sharer in possession by lease or in any form) বাংলাদেশের নাগরিক ও স্থায়ী বাসিন্দা হন এমনতর কোন একটি উপায়ে তাদের মালিকানা প্রমাণ করতে সমর্থ হন নাই।

বাদী দরখাস্তকারীর উপরিলিখিত আরজি পাঠে কোন ভাবেই বুঝার উপায় নাই তারা কিভাবে মালিকানা অর্জন করলেন, কিভাবে ভোগ দখলে ছিলেন এবং কিভাবে এবং কত তারিখে নালিশী সম্পত্তি হতে দখলচ্যুত হলেন। দখল হারানোর পরবর্তীতে বাদী-দরখাস্তকারীগণ সম্পত্তির দখল পুনরুদ্ধারে কি কি আইনগত পদক্ষেপ



গ্রহণ করেছেন তৎসম্মে কোন বক্তব্য নাই। মালিকানা অর্জনের পর সরকারের বরাবরে প্রদত্ত খাজনা প্রদানের রশিদসহ কোন প্রকার কাগজ প্রদর্শন করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

সবচেয়ে হতাশাজনক এবং দুর্ভাগ্যজনক হল বিজ্ঞ অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ ট্রাইব্যুনাল নরসিংদী এর বিচারক ড. মোঃ শাহজাহান কর্তৃক প্রদত্ত রায়টি। দরখাস্তকারীগণ কিভাবে নালিশী সম্পত্তির মালিকানা প্রমাণ করলেন তা রায়টি পড়ে পাওয়া যায়না। ড. মোঃ শাহজাহান প্রদত্ত উপরিল্লিখিত রায়টি এতটাই নিম্নমানের যে, এটি নিকৃষ্টতম রায়ের একটি উদাহরণ হিসেবে চিহ্নিত হল। রাষ্ট্রের এত বিশাল এবং বিপুল পরিমাণ মূল্যবান সম্পত্তি যার আনুমানিক মূল্য কয়েকশত কোটি টাকা অনুমেয় সংশ্লিষ্টতায় এমনতর রায় সন্দেহের উল্লেখ করে।

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ ট্রাইব্যুনাল, নরসিংদী এর উপরিল্লিখিত রায়টি পুঙ্খানুপঙ্খ পর্যালোচনায় মূল বাদী আনোয়ার হোসেন গং কিভাবে সম্পত্তির মালিক হলেন তা সম্পর্কে একটি লাইনও তার রায়ের *Findings and decision* অংশে খুঁজে পাওয়া যায় না। অর্থাৎ অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ মোকদ্দমা নং ৫৯/২০১২ এর বাদী দরখাস্তকারী আনোয়ার হোসেন গং নালিশী সম্পত্তি সংশ্লিষ্টতায় কিভাবে মালিকানা অর্জন করলেন তার স্বপক্ষে কোনরূপ দলিলিক এবং মৌখিক সাক্ষ্য গ্রহণ ব্যতিরেকে ট্রাইব্যুনাল শুধুমাত্র বাদী-দরখাস্তকারী পক্ষের দরখাস্তের ভিত্তিতে বাদীপক্ষের নালিশি অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণের দরখাস্ত মঞ্জুর করেন এবং নালিশী সম্পত্তি বাদী-দরখাস্তকারী বরাবরে প্রদানের আদেশ প্রদান করেন।

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ মোকদ্দমা নং ৫৯/২০১২ এর বাদী আনোয়ার হোসেন গং অত্র রীট মোকদ্দমায় ৯-১৪ এবং ১৬-৩৩ নং প্রতিপক্ষ হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকরেন। অত্র রুলে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকালেও ৯-৩৩ নং প্রতিপক্ষগণ তাদের মোকদ্দমা প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ মোকদ্দমা নং ৫৯/২০১২ এর বাদী আনোয়ার হোসেন গং নালিশী সম্পত্তি সংশ্লিষ্টতায় মালিকানা প্রমাণ করতে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ ট্রাইব্যুনাল বেআইনীভাবে বাদীগণের দরখাস্ত মঞ্জুর করে বাদীগণের বরাবরে নালিশী সম্পত্তি প্রত্যর্পণের আদেশ প্রদান করেন।

আরজির ৭ নং প্যারায় অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ মোকদ্দমা নং ৫৯/২০১২ এর বাদী-দরখাস্তকারীগণ বলে যে, তারা সম্পত্তিতে পূর্বাপর দখলে ছিল ও আছে। যদি দখলে বাদী-দরখাস্তকারীগণ থেকেই থাকে তাহলে কেন সম্পত্তির দখল দেয়ার প্রার্থনা? কারণ আরজির ১২ নং প্যারায় ‘খ’ প্রার্থনায় নালিশী ভূমির অবমুক্তির পর নালিশী ভূমির দখল জেলা প্রশাসক মাধ্যমে বাদী বরাবরে বৃদ্ধিয়ে দেওয়ার প্রার্থনা বাদী-দরখাস্তকারীগণ করে। অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ এর ধারা ২(এ৩) মোতাবেক প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তি বলতে এই আইন প্রবর্তনের পূর্বে সরকারের নিয়ন্ত্রণ ও দখলে এমনতর সম্পত্তি। দরখাস্তকারীগণের সম্পত্তি তাদের দখলে থাকলে

সরকারের দখলে কিভাবে গেল? অর্থাৎ বাদীগণ আদালতের সম্মুখে অসত্য বর্ণনা করছে। বাদীগণ অপরিচ্ছন্ন হাতে আদালতের সম্মুখে এসেছেন।

**অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ এর ধারা ১০ এর উপধারা (১) মোতাবেক সম্পত্তি প্রত্যর্পন বা অবযুক্তির আবেদনের সাথে আবেদনকারীকে তার দাবীর সমর্থনে সকল কাগজপত্র সংযুক্ত করতে হবে।**

কিন্তু বর্তমান মোকদ্দমায় দরখাস্তকারী তথা আবেদনকারী তার আর্জি তথা আবেদনের সাথে তার দাবীর সমর্থনে কি কি কাগজ দাখিল করেছেন তা যেমনি আরজিতে বর্ণিত নেই তেমনি ট্রাইব্যুনালের রায় থেকেও পাওয়া যায় না।

**অর্জিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন ২০০১ এর ধারা ১০ উপধারা ৬(ক) মোতাবেক পর্যাপ্ত কাগজপত্র আবেদনকারী দাখিল করেছে কিনা তৎমর্মেও আদেশ প্রদান করার আইনগত বাধ্যবাধকতা রয়েছে। কিন্তু বর্তমান মোকদ্দমায় ধারা ১০ উপধারা ৬ (ক) মোতাবেক কোন আদেশ ট্রাইব্যুনাল প্রদান করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে।**

**অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন ২০০১ এর ধারা ৬ (ঘ) মোতাবেক দরখাস্তকারীগণের মালিকানার বিষয়ে সত্যাসত্য অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা, সরকার কর্মকর্তা বা ট্রাইব্যুনালের বিবেচনায় যে কোন কর্মকর্তাকে নির্দেশ প্রদান করে মালিকানার বিষয়ে সঠিক অনুসন্ধান করা এবং প্রাপ্ত অনুসন্ধানের উপর ভিত্তি করে সঠিক বিবেচনার সুযোগ ট্রাইব্যুনালকে প্রদান করা হয়েছে।**

কিন্তু আলোচ্য মোকদ্দমায় ট্রাইব্যুনাল দরখাস্তকারীগণের মালিকানার বিষয়ে সত্যাসত্য অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা, সরকারী কর্মকর্তা বা ট্রাইব্যুনালের বিবেচনায় কোন কর্মকর্তাকে নির্দেশের মাধ্যমে সঠিক অনুসন্ধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করে নাই।

**ধারা ১০ উপ-ধারা ৮(চ) মোতাবেক ট্রাইব্যুনাল তার রায়ে সাক্ষ্যের সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নসহ সিদ্ধান্তে প্রদান করবেন। কিন্তু ট্রাইব্যুনালের উপরিলিখিত রায় পাঠে ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক সাক্ষ্যের নূন্যতম বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন খুঁজে পাওয়া যায় না।**

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় ধারা ২৪ নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

“২৪. সাক্ষ্য গ্রহণ, সাক্ষীর উপস্থিতি ও দলিল উপস্থাপন নিশ্চিতকরণঃ (১) এই আইনের অধীনে পেশকৃত আবেদন বা দাবী বা আপীলের সমর্থনে সংশ্লিষ্ট পক্ষ কর্তৃক উপস্থাপিত সাক্ষীর বক্তব্যের সারাংশ [ট্রাইব্যুনাল ও আপীল ট্রাইব্যুনাল] লিপিবদ্ধ করিবে।

(২) [ট্রাইব্যুনাল ও আপীল ট্রাইব্যুনাল] কর্তৃক কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তির সাক্ষ্য বা উপস্থিতি কিংবা কোন দলিল অনুসন্ধান বা উপস্থাপনের প্রয়োজন হইলে, উক্ত উপস্থিতি, অনুসন্ধান বা উপস্থাপন নিশ্চিত করিবার জন্য দেওয়ানী কার্যবিধির এর বিধান অনুসারে এতদসংক্রান্ত বিষয়ে কোন দেওয়ানী আদালত যে ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারে [ট্রাইব্যুনাল ও আপীল ট্রাইব্যুনাল] সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে।

(৩) কোন আবেদন বা আপীল নিষ্পত্তির জন্য যে কোন ব্যক্তিকে হাজির হওয়ার বা প্রয়োজনীয় কোন দলিল বা কাগজপত্র কোন ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণ অথবা হেফাজত থাকিলে উহা উপস্থাপনের জন্য [ট্রাইব্যুনাল ও আপীল ট্রাইব্যুনাল] উক্ত ব্যক্তিকে নির্দেশ দিতে পারিবে এবং উক্ত নির্দেশ পালনে উক্ত ব্যক্তি বাধ্য থাকিবে। ”

উপরিলিখিত ধারার সামান্যতম ব্যবহারও ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক উল্লেখিত রায় পাঠে আমরা পাই নাই। এবং আলোচ্য মোকদ্দমায় ট্রাইব্যুনাল উপরিলিখিত ধারার বিধান মোতাবেক কোন সাক্ষ্য, দলিলপত্র গ্রহণ এবং পর্যালোচনা ছাড়াই রায় প্রদান করেন।

এমনকি আবেদন নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে প্রত্যর্পন আইনে বা বিধিতে পর্যাপ্ত বিধান নাই বলে মনে হলে ট্রাইব্যুনাল ধারা ২৫ মোতাবেক ক্ষমতা প্রয়োগ করে ন্যায় বিচারের জন্য সহায়ক ও যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ ও সিদ্ধান্ত প্রদান করার বিশেষ এখতিয়ার থাকা সত্ত্বেও তার কোন প্রয়োগ ট্রাইব্যুনাল করে নাই।

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পন ট্রাইব্যুনালের উপরিলিখিত রায় এবং নথিপত্র পর্যালোচনায় এটা কাটের মত স্পষ্ট যে, অত্র ৯-৩৩ নং প্রতিপক্ষ তথা মূল মোকদ্দমার বাদী-দরখাস্তকারীগণ নালিশী সম্পত্তিতে কয়দিনকালেও মালিকানা অর্জন করেন নাই। বাদীগণ ভুয়া এবং জাল দলিলপত্র সৃষ্টির মাধ্যমে অত্র মোকদ্দমাটি দায়ের করে অত্র রায় হাসিল করেছে যা অবশ্যই বাতিলযোগ্য।

অতএব, আদেশ হয় যে, অত্র রুলটি চূড়ান্ত করা হলো।

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পন ট্রাইব্যুনাল, নরসিংদী কর্তৃক অর্পিত সম্পত্তি মোকদ্দমা নং ৫৯/২০১২-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ৩১.০১.২০১৩ তারিখের রায় ও আদেশ এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

আদেশ হয় যে, ২ নং দরখাস্তকারী মোঃ আবু বকর সিদ্দিককে আদালতে সঠিক তথ্য উপস্থাপন না করার জন্য সতর্ক করা হলো।

আদেশ হয় যে, অর্পিত সম্পত্তি মোকদ্দমা নং ৫৯/২০১২ এর আবেদনকারী অত্র ৯-৩৩ নং প্রতিপক্ষকে জালজালিয়াতির মাধ্যমে আদালতে মিথ্যা মামলা দায়েরের কারণে অর্পিত সম্পত্তি আইন, ২০০১ এর ধারা ৩২ মোতাবেক ১,০০০,০০/- (একলক্ষ) টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হলো।

অত্র রায় ও আদেশের কপি সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা হোক।

বিচারপতি জনাব মইনুল ইসলাম চৌধুরীঃ

আমি একমত